

গদ্যকাটুন

আনিসুল হক

ওনাদের নিয়ে কৌতুক

একটা কৌতুক বলে নিই।

সড়ক দুর্ঘটনার পর এক ব্যক্তি নিজেকে আবিষ্কার করল হাসপাতালে। জ্ঞান ফিরে পাওয়ার পর সে ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করল, আমার কী হয়েছে? আমি এখানে কেন?

ডাক্তার বললেন, এক্সিডেন্টের পর আপনাকে এখানে আনা হয়েছে। আপনার জন্যে দুটো খবর আছে। একটা সুসংবাদ, আরেকটা দুঃসংবাদ। কোনটা আগে শুনতে চান?

দুঃসংবাদটাই আগে বলেন।

আপনার পা দুটো কেটে ফেলতে হয়েছে।

এবার সুসংবাদটা বলেন।

আপনার জুতা দুইটা কেনার জন্যে লোকের লাইন পড়ে গেছে। আপনি অনেক ভালো দাম পাবেন।

কৌতুকটাকে যদি একটু সুন্দর ভাষায় বলি, তাহলে এভাবে বলা যায়, পদচ্যুত হওয়ার পর তাঁর পাদুকাদ্বয় বিক্রি করে তিনি ভালো মূল্য পাচ্ছেন।

পদচ্যুত হওয়া সত্যি বেদনাদায়ক। কেউই তাঁর পদ হারাতে চান না। পদবিও না।

আমাদের দেশে এখন অনেকেই পদ হারাচ্ছেন। তবে তাঁদের পাদুকা ত্রয়ের জন্যে কেউ ভিড় জমিয়েছেন বলে শোনা যায়নি। এই দেশে পদচ্যুতের পেছনে দুধের মাছিরা ভিড় করে না।

এবার আরেকটা কৌতুক।

এক ভদ্রমহিলা। তাঁর কোলে বছর তিনেকের একটা বাচ্চা মেয়ে। মেয়েটা ঘ্যান ঘ্যান করছে। তাঁরা একটা সুপার মার্কেটের চকলেটের পসরা সাজানো এলাকা দিয়ে যাচ্ছেন। মহিলা বলছেন, খুকুমণি, আরেকটু, আরেকটু গেলেই আমরা চকলেটের এলাকা পেরিয়ে যাব। ছি ছি ছি। জেদ করে না। চকলেট খেলে দাঁত নষ্ট হয়। তুমি মুটিয়ে যাবে। বাচ্চাটি আরও জোরে কাঁদল। তিনি বলেই চলেছেন, ছি ছি। ধৈর্য ধরো। এই রকম করে না। এসব বলে তিনি কাউন্টার পেরিয়ে টাকা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

এই সময় একজন ভদ্রলোক তাঁকে বললেন, আপনার বাচ্চাকে আপনি বুঝি খুকুমণি বলে ডাকেন? নাকি এটাই তার নাম?

ভদ্রমহিলা বললেন, না না, খুকুমণি আমার নিজের নাম। ওর নাম কল্পনা। ব্যাপার হলো, ভদ্রমহিলা এতক্ষণ নিজের সঙ্গে লড়াই করছিলেন। এই বয়সে চকলেট খেয়ে তিনি আর মুটিয়ে যেতে চান না।

আমরা জানি, পাওয়ার করাপ্টস। অ্যান্ড অ্যাবসোলুট পাওয়ার করাপ্টস অ্যাবসোলুটলি।

এই সময় ক্ষমতায় যাঁরা আছেন, তাঁদের কর্তব্য হবে সারাক্ষণ নিজেকে এই বলে শক্ত রাখা, আমরা এসেছি দুর্নীতি ও সন্ত্রাস দমন করে একটা স্থায়ী উদাহরণ সৃষ্টি করে যেতে। চকলেটের প্রলোভনে নিজেদের আদর্শচ্যুত করা যাবে না।

এবার এক চালাক লোকের গল্প। এক লোক চুল কাটানোর সেলুনে ঢুকল একটা বাচ্চা ছেলেকে নিয়ে। ঢুকে নিজের চুল কাটাল, শেভ করাল, গা ম্যাসাজ করাল, শ্যাম্পু করাল, ফেসিয়াল করাল। তারপর বাচ্চাটাকে বসিয়ে দিল চেয়ারে। বলল, তুমি বসো, আমি একটা টাই কিনে নিয়ে আসি। এই, খুব সুন্দর করে এর চুল কেটে দাও।

বাচ্চা ছেলেটার চুল কাটা হয়ে গেলে ক্ষৌরকার বলল, বাবু, তোমার বাবা কই?

উনি তো আমার বাবা না।

তাহলে?

উনি আমাকে রাস্তায় একা পেয়ে বললেন, বাবু, তুমি কি বিনা পয়সায় চুল কাটাতে চাও?

আমি বললাম, হ্যাঁ।

তাহলে আমার সঙ্গে এসো।

আমি তাঁর সঙ্গে চলে এলাম।

একটা সেলুনে বিনা পয়সায় চুল কাটানোর জন্যে চালাকি করার কী দরকার আমরা বুঝি না। যেমন বুঝি না, যাঁরা কোটি কোটি টাকার টেন্ডার নাড়াচাড়া করার মালিক ছিলেন, তাঁদেরই কেউ কেউ কেন বাংলাদেশ টেলিভিশনের পিক-আওয়ার বেদখল করে রেখে সেখানেও লাখ লাখ টাকা আত্মসাৎ করে বেচারা নাট্যনির্মাতাদের ঠকিয়েছিলেন। কেন মন্ত্রী-এমপির ছেলেরা ২৫ হাজার টাকার মোবাইল ফোন ছিনতাই করতে গিয়ে গুলি ছুড়েছিল। এই ছেলেরাই, মন্ত্রীদের, এমপিদের, বিএমডব্লিউ চালান।

তো এমনই একজন মন্ত্রীর যুবক ছেলে বিএমডব্লিউ চালাচ্ছে। আর বলছে, মাই বিএমডব্লিউ, মাই বিএমডব্লিউ। গাড়ির প্রেমে সে এত মগ্ন যে ড্রাইভিংয়ের দিকে নজরই নাই। গাড়ি একটা গাছে ধাক্কা লাগল। সে প্রাণে বেঁচে গেলেও গাড়িটা একেবারে দুমড়ে-মুচড়ে গেল। সে কাঁদতে লাগল, মাই বিএমডব্লিউ, মাই বিএমডব্লিউ। পাশ দিয়ে আরেকজন যাচ্ছিলেন গাড়ি চালিয়ে। তিনি বললেন, ভাই, আপনার তো বাঁ হাতটা নাই। আপনি বিএমডব্লিউ-বিএমডব্লিউ বলে কাঁদছেন কেন?

কী বলেন, আমার বাঁ হাত নাই। হয় রে, আমার রোলেব্র ঘড়ি। আই হ্যাভ লস্ট মাই রোলেব্র ঘড়ি।

এরা এই রকমই। এরা নিজের শরীরের চেয়ে দামি ঘড়ি, ছড়ি, গাড়ি, বাড়িকে ভালোবাসে বেশি। কাজেই ধরা না দিলে সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত-এই ঘোষণা দিলে কাজ হতে পারে। এদের অনেকেই অঙ্গহানিতে রাজি হবে, কিন্তু সম্পদহানিতে নয়।

হয়তো নারীকেও বেশি বেশি ভালোবাসে। এত ভালোবাসে যে তাদের অনেক গার্লফ্রেন্ড দরকার হয়। সে আরেক গল্প।

বরং একজন খাদ্যমন্ত্রীর গল্প বলি। তিনি গেছেন উত্তরাঞ্চলের মঙ্গা এলাকা পরিদর্শনে। গিয়ে বললেন, কোথায় মঙ্গা। আমি তো কোনো মঙ্গা দেখি না। এক চরে গিয়ে তিনি দেখলেন, একজন লোক কাশ চিবিয়ে খাচ্ছে।

তুমি এই ঘাস খাচ্ছ কেন?

স্যার, আমার খাবার নাই।

আচ্ছা তাহলে তুমি চলো আমার সঙ্গে ঢাকায়।

স্যার, আমার বউও স্যার খাইতে পায় না।

ও-ও কি ঘাস খায়?

জি স্যার।

ওকে নিয়ে চলো।

স্যার আমার ছয় ছেলেমেয়ে।

ওদেরও নিয়ে চলো। যদি কি না ওরা ঘাস খায়।

জি স্যার, গত সাত দিন আমরা কাইশা খায়াই আছি।

মন্ত্রী ওদের ঢাকায় নিয়ে যাচ্ছেন। চামচা বলল, স্যার, আপনার দয়ার শরীর। ভুখা একটা ফ্যামিলির দায়িত্ব নিলেন। আরে বেটা গাধা, মন্ত্রী বললেন, আমার বাড়ির লনের ঘাসগুলো বড় হয়ে গেছে। এদের নিয়ে গেলে আর কষ্ট করে ঘাস কাটাতে হবে না।

পুনশ্চ: শুনতে পাচ্ছি, দেশে আইন হবে-যে ফেরারি দুর্নীতিবাজ গডফাদাররা ধরা দেবেন না, তাঁদের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হবে। তাহলে ওইসব প্রাসাদে কি উচ্ছেদ হওয়া বস্তিবাসীর জায়গা দেওয়া যায় না? এই মাঘের শেষে যখন ধনি রাজার পুণ্য দেশে বৃষ্টি হচ্ছে, তখন ওই ঘরহারা বস্তিবাসী কোথায় রাত কাটাচ্ছে, কে জানে?

আনিসুল হক : কবি, সাংবাদিক ও লেখক।